International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No.80-86
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.80-86

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় গভর্নেন্স ও গুড গভর্নেন্সের আদর্শ কতটা সংরক্ষিত

মুকেশ দাস
এম.এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

Abstract

Good governance is the English Synonym of Sushasan. The meaning of good governance is accurate,skilled and executive governance.Rule of Law, responsibilities,accountability, power decentralization and people's participation in democratic way- all these ensure in which the Law system is called good governance. Good governance originated from Sub (Saharan) Africa centered. The People of Saharan Africa faced many problems like Malnutrition, hunger, health, education,homelessness etc. mainly the children Looked like skeletons. In 1989 the world bank created a headline like governance and in 1992 created good governance for the relief of such situations, these developed Countries. The main issues of good governance are enriched skill with the help of government, the changes of structure and system of government related fields. Apart from these the Govt. bureaucrats would be responsible for the political Leaders but they are not responsible for the common people. Here say that the government bureaucrats are responsible for accountability to the common people.The work of Govt. Would be accurate and fresh. The people can ask questions to the Govt. with the basics of a *long story or failure of the works. Social organizations and NGO will also work together with the government administration. Social treasure should be divided equally some problems like environment pollution, globalization, women power,saving children and human rights - should be eagerly solved. Local governance many times follows these. Village assembly and Village council also played a very good role for the connection of people. Besides these E-governance, Right to information act. The Lokpal Act also tries to create a fresh and corruption free government. The higher administration should be responsible for the common people in India directly.*

Keywords: *Sub (Saharan Africa),73rd and 74th Amendment, state election commission, decentralization of power, responsibilities, transparency.*

ভূমিকা: গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন বলতে এমন এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যা একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটায়। অন্যভাবে সুশাসন বলতে এমন এক ধরনের শাসন

ব্যবস্থা কে বোঝায় যা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, আইনের অনুশাসন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। সুশাসন আইনের শাসনেরই আরেক নাম। সুশাসন হল যৌক্তিক এবং দক্ষ ভাবে শাসন পরিচালনা। সুশাসন অবশ্যই আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার নিশ্চিত করে। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সরকারের দক্ষতা ও সাড়া প্রদানের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সুশাসন প্রক্রিয়া। সুশাসন হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যার মাধ্যমে নাগরিক নিজের সাথে এবং সরকারি কর্মকর্তা বা এজেন্সির সাথে একত্রে কাজ করতে পারে, যাতে নাগরিকদের আত্মমর্যাদা উপলব্ধিতে সমর্থন যোগায় ও আর্থ সামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করে। ফলে আমরা দেখব যে গভর্নেন্স ও গুড গভর্নেন্স এর ধারণা কিভাবে উদ্ভব ঘটেছে। গভর্নেন্স এবং গুড গভার্নেন্স দুটি নতুন ধারণা যার উৎপত্তি বিশ্বব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট দুটি রিপোর্টে ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে সাব (সাহারান) আফ্রিকার প্রশাসনকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক 'Governance' শিরোনামে একটি রিপোর্ট তৈরি করে যা অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেও পাঠানো হয়।

এই গভর্নেন্স ধারণাটির ভিত্তি নিম্নলিখিত চারটি সূত্র:

১) সরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে অপচয় কমানো যায়।

২) সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন যা সে সময় structural adjustment বলে পরিচিত ছিল,এর ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাংগঠনিক সংস্কৃতি সরকারি উদ্বেগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

৩) প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীলতা যাকে বলা হয় Accountability এর সাথে আইনগত দায়িত্বশীলতা বা legal responsibility কোন সংযোগ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরকারী আমলারা রাজনৈতিক পদাধিকারীর কাছে দায়িত্বশীল,কিন্তু Accountability অর্থ হল তারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৪)স্বচ্ছতা বা Transparency-জনগণ সরকারি প্রচেষ্টাগুলো অবহিত হবে, তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকবে এবং প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি চাইবে এ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতা বা ব্যর্থতা দেখা দিলে।

তিন বছর পর ১৯৯২ সালে বিশ্ব ব্যাংকে আরেকটি রিপোর্টে economy development and social responsibility- good governance এর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিল,পূর্বে চারটি মূলসূত্রের সাথে এখানে আরও তিনটি যোগ করা হয়-

১) সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সামাজিক প্রচেষ্টার মিলন ঘটানো এর অর্থ হল আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে সাথে অ-আনুষ্ঠানিক কাঠামোগুলোর সমন্বয় সাধন। প্রথমটি রাজনৈতিক ও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক আর দ্বিতীয়টি সরকার বহির্ভূত সামাজিক এক্ষেত্রে সরকারকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে যাতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সমবেতভাবে প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়ে উন্নতির বিভিন্ন উদ্যোগে অংশ নিতে পারে, এই প্রসঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও এনজিওদের কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে।

২) গণতন্ত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে,এর অর্থ হল শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ যদি সমানভাবে বন্টিত না হয়, কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তবে গণতন্ত্র কখনোই ভূমিস্তরে বা সর্বনিম্নস্তরে কার্যকর হতে পারেনা। ফলে গুড গভর্নেন্স এর সাথে যুক্ত হল অন্য একটি ঘোষণা development with justice.

৩) এতদিন কতগুলি সমস্যা গুরুত্ব পাইনি,এখন থেকে সেই সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে পরে পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা, বিশ্ব উষ্ণায়ন, নারী ক্ষমতায়ণ, শিশুদের রক্ষা করা এবং সর্বোপরি মানবাধিকার সংরক্ষণ।

উপরিউক্ত governance এবং good governance এর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা দেখব যে ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় governance এবং good governance এর আদর্শ কতটা সংরক্ষিত হয়েছে। তার আগে আমরা দেখব স্বাধীনতার পর ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কেমন প্রকৃতির ছিল।

ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার এবং স্বাধীনতার পর তত্ত্বগতভাবে সেই নীতি অনুসৃত হয়। এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপ-

১) সরকার স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে অর্থাৎ জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং এক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রয়োজন নেই, শহরে না হলেও গ্রামগুলিতে ধর্ম, জাত, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানান কারণে মানুষ বিভক্ত। সুতরাং তাদের মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অযথা সময় নষ্ট হবে এবং নানাভাবে সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হবে। ফলে একদিকে সরকারি প্রশাসন এবং অপরদিকে জনগণ এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান।

২) স্বায়ত্ত শাসনের প্রয়োজনীয় সমস্যা গুলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে তার জন্য রয়েছে পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকারের কৃষি গ্রাম উন্নয়ন প্রভৃতি নানা মন্ত্রক ও বিভাগ এই মন্ত্রক গুলি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রজেক্ট তৈরি করবে সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে। প্রশাসন দায়িত্বশীল থাকবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে, জনগণের কাছে নয়, ফলে প্রশাসনের মধ্যে এক ধরনের এলিটিজম দেখা গেল।

৩) ১৯৪৮ সালেই তৈরি হল সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক এই ব্লকের প্রধান হলো বিডিও তার উপরে রয়েছে মহকুমা শাসক এবং সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথম থেকেই দুই ধরনের সমস্যা দেখা দিল প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব, ব্লক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞদের কাজ যাদের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইঞ্জিনিয়ার, মৃত্তিকা বিশারদ, কৃষি বিশারদ, ডাক্তার প্রভৃতি এদের কাজ করতে হচ্ছে সাধারণ প্রশাসকদের অধীনে ফলে বিশেষজ্ঞরা কাজ করতে উৎসাহ পায় না, এর ফলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো জনগণের কাছে দায়িত্বশীল না থাকতে ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবে নানা রকম দুর্নীতি দেখা গেছে, কখনো আর্থিক অপচয় ও দুর্নীতি আবার কখনো কাজ না করে অর্থ ফেরত চলে গেছে।

৪) সবশেষে বলা যায় স্বায়ত্তশাসন ব্রিটিশ আমলে মূলত শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে কৃষি উন্নয়ন, শিল্প বিকাশ,পরিবেশ রক্ষা, রাস্তাঘাট তৈরি গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিকাশ ও প্রসার কিন্তু এই বিভিন্ন কাজের সর্বোচ্ছে রাখা হয়েছে সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। সমালোচকরা তাই বলেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে এমন একটি কচ্ছপ যার পিঠে রয়েছে এক মস্ত বড় হাতি। ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সব দিক থেকে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।

এই পরিপেক্ষিতে আমরা যদি ১৯৮৯ সালে গভর্নেন্স ও ১৯৯২ সালে গুড গভর্নেন্স এর ধারণা দুটি প্রয়োগ করি তাহলে দেখব যে কোন নীতিই এখানে অনুসরণ করা হয়নি। স্বায়ত্ত শাসনের জনগণের সংযোগ নেই। প্রশাসক মাথা ভারী ও এলিটিস্টরা মোটেই স্বচ্ছ নয়, সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ও প্রকল্প গুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সংগঠনের দক্ষতা সৃষ্টি করার কোন প্রয়াস নেই, মানবাধিকার রক্ষা সম্পূর্ণ পদদলিত এবং বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের উপর নিপীড়ন দূর করার জন্য কোন প্রচেষ্টাই স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাই নেই। এই অবস্থা সরকারি ক্ষেত্রে খুব দ্রুত অনুধাবিত হয়েছিল। যার ফলে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গুলির পর্যালোচনার জন্য১৯৫৪-৫৫ সালে বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি নিযুক্ত হল সেই কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৬

সালে সরকার গ্রহণ করল এবং তারপরে তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হলো, শুরু হলো পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা। এর মূল কথা স্বায়ত্ত শাসনের জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

মনে রাখতে হবে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতে বহু কাল থেকে চলে এসেছে যার জন্য সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতিগুলি ৪০ নং ধারায় পঞ্চায়েতের উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্র নির্দেশমূলক আইন তৈরি করতে পারে, কিন্তু তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের, জেলা স্তরে ও কোন কোন ক্ষেত্রে মহকুমা স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেক রাজ্যেই সফলভাবে কাজ করেছিল, এর মধ্যে রাজস্থান অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত না থাকলেও ইউনিয়ন বোর্ড গুলি সাফল্যের সাথে গ্রাম ও আধা শহরের উন্নয়ন সমস্যা গুলি সমাধান করার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথম যুগে যে তিনটি রাজ্য সর্বপ্রথম পঞ্চায়েত আইন তৈরি করে উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি প্রশাসনের সাথে জনগণ ও এনজিওগুলিকে কাজে লাগাতে পেরেছিল তারা হলো রাজস্থান, অন্ধপ্রদেশ এবং তারপর তামিলনাড়ু।

৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসনে পরিবর্তন:

১৯৯২-৯৩ সালে স্থানীয় পৌর ও গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটল দুটি সংশোধনী আইনের দ্বারা ৭৩ তম ও ৭৪ তম প্রতিটি রাজ্য এই দুটি আইনের মডেলে নিজেদের পঞ্চায়েত আইন রচনা করল অথবা সংশোধন করল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি কাঠামোগত ব্যবস্থা:

১) স্বায়ত্তশাসন যাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল হয় তার জন্য এগুলোর নির্বাচন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে রাজ্য নির্বাচনের হাতে তুলে দেওয়া হল। সাথে সাথে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করার জন্য রাজ্য আর্থিক কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হল।

২) সর্বনিম্ন স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে পৌঁছে দেয়ার জন্য পৌর স্বায়ত্ত শাসনের বরো কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হল ও গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনে গঠন হলো গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদ।

৩) পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যাতে বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয় তার জন্য মহাকুমা স্তরে ও জেলা স্তরে পরিকল্পনা কাউন্সিল ও পরিকল্পনা কমিটি তৈরি হল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে যে ৯০ এর দশকের পর থেকে এখনো পর্যন্ত স্বায়ত্ত শাসনে গভর্নেন্স ও গুড গভর্নেন্স এর আদর্শ কতটা সংরক্ষিত হয়েছে-

প্রথম যুগ (১৯৫০-১৯৫৬): ১৯৫০- ১৯৫৬ সময় টা প্রথম যুগ বলা হয়, এছাড়া এই যুগকে বলা হয় community development program and National extension service. ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য গুলি রয়েছে এবং উদ্দেশ্যই জনগণের জন্য উন্নয়ন এবং দীর্ঘকাল ধরে জেলা বা ডিস্ট্রিক্ট প্রধান কর্মকর্তা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উপরে নির্ভর করে যে শাসন ব্যবস্থা চলছিল সেখানে নতুন তৈরি হল ব্লক। ব্লক গঠিত হয়েছে রাজ্যকৃতক লোকদেরকে নিয়ে। ১৯৫২ সালে ব্লক সৃষ্টি হল। ১৯৫৫-৫৬ সাল একটা সন্দেহ দেখা দিল জনগণ তেমন উৎসাহ নেই, তখন যেহেতু ভারত গ্রাম প্রধান দেশ এইগুলি কৃষি কাজ কেমন হচ্ছে সেইগুলি দেখার জন্য মুখার্জি কমিটি গঠন হল। কৃষিকাজের কেমন উন্নতি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য রাম শুভম সিং কমিটি ও মুখার্জি কমিটি তারা দেখবে গ্রামের কৃষিকাজ ও গ্রামের উন্নতি হচ্ছে কিনা। এদের দুই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তেমন উৎসাহ পূর্ণ চোখে আসেনি।

দ্বিতীয় যুগ (১৯৫৬-১৯৯২): ১৯৫৬ সালে সরকার একটা কমিটি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করলেন সেটি হলো বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি এবং সেটি ১৯৫৮ সালে গঠিত হলো। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করল। ভারতে ১৯৫৯ সালে প্রথম রাজস্থানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হল। এই পঞ্চায়েত আইনগত না হলেও বাস্তবে চলে আসছে বিহার, উত্তর প্রদেশ। গ্রাম সভা চালু হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকেই। তামিলনাড়ু কেরালায় ১৯৫০ এর আগে এই গ্রাম সভা ছিল। দুটোর মধ্যে তফাৎ ছিল কেরালা তামিলনাড়ু গ্রাম সভা কর্পোরেট বডি ছিল যার অর্থ হল এই গ্রাম সভা কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে এবং গ্রাম সভার বিরুদ্ধে যেকোন মামলা করা যাবে কিন্তু বিহার ও ইউ পি তে কর্পোরেট বডি ছিল না।

তৃতীয় যুগ (১৯৯২-৯৩-আজ পর্যন্ত): ৭৩ তম সংশোধনী আইন পার্লামেন্টে পাশ হয় ১৯৯২ সালে সেটি চালু হয় ১৯৯৩ সালে। ১৯৯২- ১৯৯৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব গভর্নেন্স ও গুড গভর্নেন্স অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ:

১) জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে আরও নিচের স্তরে স্বায়ত্ত শাসনকে নিয়ে আসার জন্য গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদের কথা বলা হলো। এর দ্বারা এক দিকে গ্রাম পঞ্চায়েত সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকদের কাছে দায়িত্বশীল থাকলেও প্রত্যেক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিজস্ব এলাকায় একইভাবে দায়িত্ব রইল। জনগণের কাছ থেকে যাতে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা গুলি কেন্দ্রীয় স্তরে আসতে পারে তার জন্য বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার কথা বলা হলো। এত কাল রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন ছিল কিন্তু এখন জেলা ও ব্লক স্তরে পরিকল্পনা কমিটি তৈরি হলো।

২) পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কাঠামোগতভাবে বিকেন্দ্রীভূত ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আদলে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হতো। এই কমিশন পঞ্চায়েত স্তরে আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলবে। এছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

৩) ভারতীয় প্রশাসনের কতগুলি যুগান্তকারী আইন এই শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সেগুলির প্রভাবে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। গুড গভর্নেন্স এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত উদ্যোগের যে ধরনের দায়িত্বশীলতা দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা লক্ষ্য করা যায় সরকারি ক্ষেত্রে ও তার প্রতিষ্ঠা করা এই উদ্দেশ্যে E-governance. Right to information act এবং ২০১৩-১৪ সালে লোকপাল আইন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো কতগুলো আইন পার্লামেন্টে এসেছে কিন্তু ২০১৪ সালে মে মাস পর্যন্ত তা গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Whistle Blowers Protection act. Citizens charters act. Jesus accountability act প্রভৃতি। এই আইন গুলি সম্মিলিত প্রভাব গ্রাম শাসন ব্যবস্থাতেও পড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো কার্যকর ভাবে পড়বে। এরফলে মাথা ভারী এলিটিস্ট ভারতের উচ্চপ্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল হয়ে পরবে। জনগণ নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং প্রশাসন থেকে তা আদায় করে নিতে সফল হবে। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থায় এইভাবে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেই ভারতে উন্নয়নমুখী প্রশাসন বা ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রকৃত অর্থে কার্যকর হবে।

৪) গুড গভর্নেন্স এর আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দক্ষতার সাথে সামাজিক ন্যায় বিচারের সমন্বয়, এক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের জন্য গ্রামের মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়েছে তাদের অধিকার ও ক্ষমতায়ন বোঝায়। এরমধ্যে যেমন এসসি, এসটি, ওবিসি, ট্রাইবাল প্রভৃতি জনসম্মুখে আছে তেমনি রয়েছে মহিলা, শিশু, শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষ। সরকারি ও বেসরকারিভাবে এই জন্য কমিটি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে সরকারি অর্থ আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন এনজিও সেলফ হেল্প গ্রুপ কে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা এই নিপীড়িত মানুষ জনের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে গুড গভর্নেন্স এর আরেকটি অন্যতম বিশেষত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

৫) ভারতের মতো কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জনসমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হল ভূমি সংস্কার। লক্ষ্য করা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ভূমি সংস্কারের কাজে লাগানো হয়েছে অথবা পঞ্চায়েতের সাথে সাথে ভূমি সংস্কারের উপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে আরো বেশি জনমুখী করার উদ্দেশ্যে গুড গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে স্বায়ত্ত শাসনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন- e governance এর প্রতিফলন ঘটেছে project Bhoomi, e-seva, project gyandoot, e-offic,e-courts এর রূপ নিয়ে। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এছাড়া তথ্যের অধিকার আইন, লোকপাল আইন, Transparency act, Whistle Blowers protection act, citizens charters act প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির ফলে মাথা ভারী এলিটিস্ট ভারতের উচ্চপ্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল হয়ে পড়বে। এছাড়া বর্তমানে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ হিসেবে বিভিন্ন এনজিও ও সেলফ হেল্প গ্রুপের কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া মহিলা ও সমাজের নিচু বর্ণের লোকেদের উন্নয়নমুখী করার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে তাদের দাবিদাওয়া অভাব অভিযোগ সেগুলো তুলে ধরতে পারে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে ভারতে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়নমুখী ও সংস্কারমুখী হয়েছে এবং হচ্ছে, ভবিষ্যতে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে আরও গণমুখী ও দায়িত্বশীল করা যাবে, এর সাথে সাথে জনগণের পৌরসমাজের প্রত্যক্ষ চাপে দুর্নীতির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসবে।

তথ্যসূত্র:

1. Basu, Kaushik 1991, markets, laws and Governments in B.jalan (ed). The Indian economy problems and prospects, Viking press, New Delhi.
2. Fukuyauma Francis 1995, Social capital and the Global Political Economy Foreign Affairs, September - October.
3. Leftwich 1994, Governance, The state and the politics of Development and change, Vol.25.
4 . সরকার, শিউলি, ভারতীয় প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ৭০০০১৩, জুলাই ২০০৫।

5. Laxmikanth, M, 'Public Administration' McGraw Hill Education (India), 5/90 A. Butt Road, Chennai-600016.

6. bishleshon.Com/ https://www.bishleshon.com সুশাসনের ধারণা,সংজ্ঞা ও উপাদান কি?

7.azharbdacademy.com/ https://www.azharbdacademy.com সুশাসন কি? সুশাসনের সংজ্ঞা ও উপাদান।

8 . Zargar, Tanveer Ahmad & Sheikh,Mansoor Ahmad (2018): "Good governance in India: challenges and prospects",IOSR Journal of Humanities And Social Sciences (IOSR-JHSS) Vol.23, Issue 2 Ver.2 (Feb.2018). PP 60-64.

9. Kothari, Rajni(1999): Politics in India, orient longman limited, New Delhi-110002.

10. Bhattacharya, Mohit (2018): New Horizons of Public Administration, Jawahar Publishers & Distributers, New Delhi.

11. Arora, Ramesh K and Goyal, Rajni (2018): Indian Public Administration institutions and issues, New Age International (P) Limited, Publishers, 7/30A, New Delhi-110002 (India).